গবাদিপশুর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হৃষ্টপুষ্টকরণ; পশুর চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে করণীয়:

হৃষ্টপুষ্টকরণে করণীয়:

১. দেড় থেকে দুই বছরের সুস্থ ষাড় গরু ক্রয় করতে হবে।
২. হৃষ্টপুষ্টকরণ কার্যক্রমের পূর্বে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে এবং ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা ও গলাফুলা রোগের টিকা দিতে হবে।
৩. সুষম খাবারের পাশাপাশি ইউরিয়া ও মোলাসেস দিয়ে প্রক্রিয়াজাত খড় খাওয়াতে হবে।
৪. হৃষ্টপুষ্টকরণে কোন হরমোন ও স্টেরয়েড ব্যবহার করা যাবে না।

পশুর চামড়া ছাড়ানো বিষয়ে করণীয়:

১. পশু জবাই করার পূর্বে ভালভাবে গোসল করাতে হবে এবং প্রচুর পানি খাওয়াতে হবে।
২. নোকদার ছুরির অগ্রভাগ দিয়ে জবেহ করার স্থান থেকে গলা, সিনা ও পেটের উপর দিয়ে সোজাসোজি দাগ কাটতে হবে।
৩. সামনের দু'পায়ের হাটু থেকে সিনা পর্যন্ত একটি দাগ কেটে প্রথম দাগের সাথে যোগ করতে হবে এবং অনুরূপভাবে পিছনের দু'পায়ের হাটুর নীচ থেকে দাগ কেটে প্রথম দাগ পর্যন্ত কাটতে হবে।
৪. ছাড়াইকৃত চামড়া যথাশীঘ্র বিক্রয় কেন্দ্রে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় করণীয়:

১. সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই করতে হবে।
২. পশু জবাই করার পর রক্ত যাতে চারদিকে ছড়িয়ে পরিবেশের ক্ষতি না করে সে ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ।
৩. কোরবানির পর পশুর বর্জ্য পলিথিনে বায়ুরোধক করে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে ফেলতে হবে অথবা গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে যাতে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পরিবেশ দূষণ না হয়।
৪. পশু জবাইয়ের স্থান পানি দিয়ে ভালভাবে ধৌত করে জীবাণুনাশক ঔষধ ছিটাতে হবে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বিতরণে: জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, মৌলভীবাজার।